লজ্জার রেকর্ড গড়লেন রোহিত শর্মা

চোট সারিয়ে চলতি আসরের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে কামব্যাক করলেও ব্যাট হাতে রান পাননি। সেই ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে ম্যাচে হারতেও হয়েছিল দলকে। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) প্রথম কোয়ালিফায়ারে দিল্লি ক্যাপটালসের বিরুদ্ধে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক রোহিত শর্মার ব্যাটে বড় রান দেখার অপেক্ষায় বসেছিলেন অনুরাগীরা। কিন্তু প্রথম কোয়ালিফায়ারেও অনুরাগীদের নিরাশ করলেন তিনি। কোয়ালিফায়ারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রানের খাতা না খুলেই প্যাভিলিয়নে ফিরলেন রোহিত।

আর শূন্য রানে ডাগ-আউটে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই আইপিএলের ইতিহাসে একটি লজ্জার রেকর্ড গড়লেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক। এই নিয়ে ব্যাটসম্যান হিসেবে আইপিএলে সর্বাধিক ১৩ বার শূন্য রানে আউট হওয়ার নজির গড়লেন রোহিত। আর লজ্জার নজির গড়ার পথে আইপিএলের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক রোহিত বসে গেলেন হরভজন সিং এবং পার্থিব প্যাটেলের সঙ্গে একাসনে। অর্থাৎ এর আগে আইপিএলে সর্বাধিক ১৩ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন পার্থিব এবং হরভজনও।

এদিন দুবাইয়ে প্রথম কোয়ালিফায়ারে টস জিতে প্রথমে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার। মুম্বাই ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই শ্রেয়স বল তুলে দেন ফিঙ্গার স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের হাতে। দ্বিতীয় ওভারের তৃতীয় বলে গোল্ডেন ডাক হয়ে ডাগ-আউটে ফিরতে হয় রোহিতকে। লেগবিফোর উইকেট হয়ে ক্রিজ ছাড়েন মুম্বাই অধিনায়ক।

উল্লেখ্য, আইপিএলের চতুর্থ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক রোহিতের প্লে-অফে পরিসংখ্যান মোটেই সুখের নয়। আইপিএল প্লে-অফে ১৯ ইনিংসে ১২.৭২ গড়ে রোহিতের সংগ্রহ ২২৯ রান। এদিন রোহিতের ইনিংস তার প্লে-অফে ব্যর্থতার নবতম সংযোজন।

পঞ্চগড়কে হারিয়ে জোন চ্যাম্পিয়ন রংপুর

দিনাজপুরে জেএফএ অনূর্ধ্ব-১৪ জাতীয় মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ ট্রফি ঘরে তুলে নিয়েছে রংপুর জেলা দল।

শুক্রবার চূড়ান্ত খেলায় রংপুর ৩-০ গোলে পঞ্চগড়কে হারিয়ে জোন চ্যাম্পিয়ন হয়। রংপুরের রীতা আকতার ২টি এবং শারমিন ১টি গোল করেন।

খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি বিজয়ী দলের হাতে তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শরিফুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গোলাম নবী দুলাল।

দিনাজপুর স্টেডিয়ামে বিকেল ৩টায় খেলা শুরুর পর থেকেই রংপুর আক্রমণাত্বক খেলতে থাকে। প্রথমার্ধের ১৭ মিনিটে রীতা প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

প্রথমার্ধে আর কোনো গোল না হলেও দ্বিতীয়ার্ধে আবারো রংপরের ফুটবলাররা আক্রমণ চালিয়ে রীতা ও শারমিন ১টি করে গোল করে। শেষ পর্যন্তু পঞ্চগড় গোল করতে ব্যর্থ হওয়ায় ৩-০ গোলে রংপুর জয়লাভ করে।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় দিনাজপুর স্টেডিয়ামে বিকেলে মহিলা জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, দিনাজপুরে জেএফএ অনূর্ধ্ব-১৪ জাতীয় মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপে সাতটি জেলা অংশ নেয়। রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাও ও স্বাগতিক দিনাজপুর।

মেহেরপুরে নতুন করে এক জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ এক জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৬৭৪ জন।

নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ০৬ টি। এর মধ্যে ০১ টি পজিটিভ। তিনি মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৪৬৩৪ টি। এর মধ্যে করোনা পজেটিভ ৬৭৪ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২৪ টি (সদরে- ১৫, গাংনীতে- ০৬ ও মুজিবনগরে- ০৩) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১৬ জনের। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ৫৮০ জন।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্তের পরিচয় মেহেরপুর সদরের বাড়িবাঁকা গ্রামের মলিদা (৫০)।

মেহেরপুরে নতুন করে দুই জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ০২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৬৭৩ জন।

নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ২৪ টি। এর মধ্যে ০২ টি পজিটিভ। তারা সকলেই মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৪৬২৮ টি। এর মধ্যে করোনা পজেটিভ ৬৭৩ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২৩ টি (সদর- ১৪ গাংনী- ০৬ মুজিবনগর- ০৩) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১৬ জন। । এ পর্যন্ত সুস্থ্য হয়েছে ৫৮০ জন।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর সদরের সিজিএম শিরীন নাহার (৪৭), অপর জন হলেন বিলকোলা’র মনসুর আলী (৬৩)

পদ্মা সেতুর ৩৬তম স্প্যান বসতে পারে আজ, দৃশ্যমান হবে ৫৪০০ মিটার

পদ্মা সেতুর ৩৬তম স্প্যানটি বসানোর কাজ চলছে। ‘ওয়াব-বি’ নামের স্প্যানটি বসানো হবে সেতুর মাওয়া প্রান্তের ২ ও ৩ নম্বর পিলারের উপর। অনুকূল আবহাওয়া আর কারিগরি জটিলতা দেখা না দিলে আজ বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) কিংবা শুক্রবার (৬ নভেম্বর) স্প্যানটি বসানো হবে। স্প্যানটি বসানো হলে দৃশ্যমান হবে সেতুর ৫ হাজার ৪০০ মিটার।

গেলো মাসে পদ্মা সেতুতে চারটি স্প্যান বসানো হয়েছে যা প্রকৌশলীদের বড় একটি সাফল্য। চলতি মাসেও চারটি স্প্যান বসানোর পরিকল্পনা আছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া কন্সট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে ভাসমান ক্রেনের মাধ্যমে ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের স্প্যানটি বহন করা হবে। এরপর সেখান থেকে রওয়ানা দিয়ে নিয়ে যাবে নির্ধারিত পিলারের কাছে। সেখানে অবস্থান করে সবকিছু ঠিকঠাক তাহলে বৃহস্পতিবারই বসিয়ে দেওয়া হবে। যদি স্প্যান বসানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় না পাওয়া যায় তাহলে শুক্রবার পিলারের ওপর স্প্যান বসানোর কাজ শুরু হবে। ঠিক এমন পরিকল্পনা প্রকৌশলীদের। এই

সংক্রান্ত একটি চিঠিও ইস্যু হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রকৌশলী জানিয়েছেন, ২-৩ নম্বর পিলারের অবস্থান মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে। পদ্মানদীর একাবারে তীরের কাছাকাছি। ইতোমধ্যে ৩ হাজার ৬০০ টন ধারণক্ষমতার ভাসমান ক্রেনটি পিলারের কাছে আসার জন্য ড্রেজিং করা হয়েছে। এছাড়া সব ধরনের প্রস্তুতিও গ্রহণ করা হয়েছে। নোঙর করতেও খুব একটা বেগ পেতে হবে না বলে আশা করা যাচ্ছে। কন্সট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে ২-৩ নম্বর পিলারের দূরত্ব খুব বেশি না থাকায় ২৫-৩০ মিনিট সময়ের মধ্যেই নির্দিষ্ট স্থানে আসতে পারবে। স্প্যান বসানোর জন্য দুইদিন সময় নেওয়া হয়ে থাকে।

অন্যদিকে পদ্মা সেতুতে বাকি থাকবে ৫টি স্প্যান বসানো। এগুলো- ১১ নভেম্বর পিলার ৯ ও ১০ নম্বরে ৩৭তম স্প্যান (২-সি), ১৬ নভেম্বর পিলার ১ ও ২ নম্বরে ৩৮তম স্প্যান (১-এ), ২৩ নভেম্বর পিলার ১০ ও ১১ নম্বরে ৩৯তম স্প্যান (২-ডি), ২ ডিসেম্বর পিলার ১১ ও ১২ নম্বরে ৪০তম স্প্যান (২-ই) ও ১০ ডিসেম্বর সর্বশেষ ৪১ নম্বর স্প্যান (২-এফ) বসবে ১২ ও ১৩ নম্বর পিলারের ওপর।

সূত্রে জানা যায়, ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত পুরো পদ্মাসেতু প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮২ শতাংশ। নদী শাসন কাজের অগ্রগতি ৭৫ শতাংশ। মূল সেতুর বাস্তব কাজের অগ্রগতি এখন ৯০.৫০ শতাংশ। পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে। মূল সেতুর দুই হাজার ৯১৭টি রোডওয়ে স্ল্যাবের মধ্যে ১ হাজার ১৬৬টির বেশি বসানো হয়েছে। দুই হাজার ৯৫৯টি রেলওয়ে স্ল্যাবের মধ্যে ১ হাজার ৬৪৬টির বেশি স্ল্যাব বসানো হয়েছে। মাওয়া ও জাজিরা ভায়াডাক্টে ৪৮৪টি সুপার টি গার্ডারের মধ্যে ২৫৮টি স্থাপন করা হয়েছে। স্প্যান বসানোর পাশাপাশি স্ল্যাব বসানোর কাজও এগিয়ে চলছে। বন্যা ও করোনা পরিস্থিতিতে চারমাস স্প্যান বসানো না গেলেও অক্টোবর মাসে চারটি স্প্যান বসানো হয়।

প্রকৌশলী সূত্রে জানা যায়, পদ্মা সেতুতে মোট ৪২টি পিলারে বসানো হবে ৪১টি স্প্যান। ইতোমধ্যে ৩৫টি স্প্যান বসিয়ে দৃশ্যমান হয়েছে ৫ হাজার ২৫০ মিটার। আর ছয়টি স্প্যান বসিয়ে দৃশ্যমান বাকি ৯০০ মিটার।
পুরো সেতু ৬, ১৫০ মিটার (৬.১৫ কিলোমিটার)।

মূল সেতু নির্মাণের কাজ করছে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না

রেলওয়ে মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেড (এমবিইসি) ও নদীশাসনের কাজ করছে চীনের আরেকটি প্রতিষ্ঠান সিনো হাইড্রো করপোরেশন।

২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ আজ

করোনা মহামারির মধ্যে ২০২১ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে শিক্ষার্থীরা। ‘করোনার মধ্যে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা নয়’ ব্যানারে আজ বৃহস্পতিবার (০৫ নভেম্বর) সারা দেশব্যাপী পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে এ কর্মসূচি পালিত হবে।

ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুলের সামনে থেকে সকাল ১১টায় বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হবে। এতে সভাপতিত্ব করবেন তরুণ ছাত্রনেতা মো. মাহবুবুর রহমান।

জাহিদ আহমেদ নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী তাদের দাবির বিষয়ে জানান, ‘আমাদের জন্যেও অটোপাসের সিদ্ধান্ত দেয়া হোক। কারণ আমরা শুধুমাত্র ক্লাস ৯-এ ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছি। তারপর ক্লাস ১০-এর প্রথম দিকেই করোনার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে আমাদের পড়ালেখায় খারাপ প্রভাব পড়েছে।’

জাহিদ বলেন, এই পরিস্থিতিতে আমাদের পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এছাড়াও অনলাইন ক্লাস থেকে অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থীই বঞ্চিত ছিল। এর জন্য আমাদের পাঠদান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাছাড়া সামনে শীতে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। সবমিলিয়ে আমরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারিনি।

চীনকে ঠেকাতে একজোট যুক্তরাষ্ট্র-ভারতসহ চার দেশ

চীনের প্রভাব ঠেকাতে ভারতের সঙ্গে মালাবার নৌ মহড়ায় অংশ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ধাপের এ সামরিক নৌ মহড়াটি ভারতীয় উপকূলীয় অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। দুই ধাপে অনুষ্ঠিতব্য মালাবার নৌ মহড়া ৬ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে বলে জানা গেছে।

এ মহড়ায় যোগ দেবে মার্কিন নৌবাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী যুদ্ধ জাহাজ ইউএসএস জন এস ম্যাককেইন, অস্ট্রেলিয়ার এইচএমএএস বালারাতসহ এমএইচ-৬০ হেলিকপ্টার এবং জাপানের জেএমএসডিএফ’র ওনামি (ডেস্ট্রয়ার)।

সম্প্রতি চার দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বৈঠকে বসেছেন টোকিওতে। চার দেশের জোটের নাম কোয়াড্রিল্যাটেরাল সিকিউরিটি ডায়ালগ বা কোয়াড। মুখে না বললেও মূলত চীনের প্রভাবের মোকাবিলা করার জন্যই একজোট হয়েছে ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা।

চীন যেভাবে ক্ষমতা দেখানোর চেষ্টা করছে ও আঞ্চলিক প্রভাব বাড়াবার চেষ্টা করছে, তা ঠেকানোর জন্যই চার দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক করছেন টোকিওয়। করোনাকালে ভার্চুয়াল বৈঠক না করে তারা যে একসঙ্গে বসে আলোচনা করলেন, তার থেকেই পরিষ্কার বিষয়টিকে তারা কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন।

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে নৌ চলাচল ‘অবাধ ও স্বাধীন’ রাখার উপায় খোঁজার যুক্তি দেখিয়ে ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যে ‘কোয়াড’ নামে সংলাপের সূচনা হয়েছিল। দশ বছর পর ‘কোয়াড সংলাপ’ ২০১৭ সাল থেকে নতুন করে জীবন ফিরে পায়।

এই মহড়াটি এমন সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন চীন ও অস্ট্রেলিয়া কূটনৈতিক বিরোধ চলছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে বিরোধ রয়েছে চীনের। সেই সঙ্গে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত নিয়েও দ্বন্দ্ব চলছে চীনের।

মেহেরপুর মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ

মেহেরপুরে অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুনের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন উল্টানোর অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে আদালত তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন করে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে দিয়ে পুনরায় তদন্ত করিয়েছেন। সেখানেও তিনি হস্তক্ষেপ করেন বলে অভিযোগ করেন বাদি।

এদিকে, ভুক্তভোগী বাদি রেবেকা খাতুন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীর কাছে জেলার অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত নাসিমা খাতুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগের অনুলিপি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, একই অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বিভাগীয় পরিচালক ও জেলা কর্মকর্তার কাছেও দিয়েছেন।

মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল আদালতের একটি মামলার তদন্তে অর্থের বিনিময়ে বিবাদির পক্ষে তদন্ত প্রতিবেদন দিয়েছিল বলে জানিয়েছে ভুক্তভোগী ঐ বাদি। এছাড়াও মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করে বাদি পক্ষকে দমানোর চেষ্টাও করেছেন বলে জানা গেছে।

অভিযোগ পত্র থেকে জানা গেছে, নাসিমা খাতুন মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা না থাকায় তিনি অতিরিক্ত জেলা কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। গত বছরের ৬ নভেম্বর মেহেরপুর গাংনী উপজেলা ধর্মচাকি গ্রামের আব্দুল কুদ্দুস এর মেয়ে রেবেকা খাতুন বাদি হয়ে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে তার স্বামী মিজানুর রহমান ও শাশুড়ি আলেয়া খাতুনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন।

আদালত মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেন গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুনের উপর। তদন্ত কর্মকর্তা বাদি, আসামি ও

সাক্ষীগণকে তাঁর কার্যালয়ে ডেকে তাদের কাছে থেকে ঘটনা শোনেন এবং কাগজের কিছু অংশ সাদা রেখে প্রত্যেকের কাছে থেকে স্বাক্ষর করে নেন এবং বলেন আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে। ৩ থেকে ৪ দিন পর খোঁজ নিয়ে জানা যায়,বাদিসহ সকল সাক্ষীর জবানবন্দী দেওয়া কাগজে দুই হাতের লেখা। সাক্ষীদের জবানবন্দী পড়িয়ে শুনালে সেগুলো তাদের দেওয়া জবানবন্দী না বলে প্রত্যায়ন দেয় এবং এতে প্রমাণিত হয় আসামি পক্ষের কাছে থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে তদন্ত কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন আদালতে মনগড়া প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন।

অভিযোগকারী রেবেকা খাতুন জানান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তার অফিসে আমাদের ডাকেন। তিনি মৌখিকভাবে আমাদের সকলের কাছ থেকে ঘটনাটি শোনেন। পরে তিনি সাদা কাগজে আমাদের স্বাক্ষর নিয়ে চলে যেতে বলেন। আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন পড়ে শোনালে আমরা নারাজি দিই। আমাদের নারাজি আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত পরবর্তীতে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে তদন্তের নির্দেশ দেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরও কয়েকজন জানান, নাসিমা খাতুনের বাড়ি গাংনীতে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এখানে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে আছেন। এর আগেও “গাংনীতে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুনের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগে সংবাদ প্রকাশ হয়।

গাংনী মহিলা বিষয়ক অফিস সূত্রে জানা যায় , চলতি বছর ১২টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে এবং ১ টি সিআর মামলাসহ মোট ১৩ টি মামলার তদন্ত দায়িত্ব পান তিনি। এর মধ্যে ৯টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন এবং ৪ টি মামলা তদন্তাধীন রয়েছে।

তবে এ বিষয়ে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুনের সাথে যোগাযোগ করা হলে বলেন, আমি কোন মামলার তদন্তে কারও পক্ষপাতিত্ব করিনা। আপনি অফিসে আসেন বাকি কথা হবে বলে ফোন রেখে দেন।

দর্শনায় চাঁদা না পেয়ে শ্রমিকদের পিটিয়েছে দূবৃত্তরা

দর্শনা পৌরসভা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত ড্রেন নির্মাণ শ্রমিকদের নিকট চাঁদা না পেয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছে দূর্বৃত্তরা। এতে ১৫ জন শ্রমিক আহত হয়েছে।
গতকাল বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

তারা হলেন, সুলতানপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে আজিবার রহমান (৪৫), মদনা গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে আকবার আলী (৬০), মদনা গ্রামের আলিহিমের ছেলে রেজাউল ইসলাম (২৬), পারকৃষ্ণপুর গ্রামের আকবার আলীর ছেলে ইসরাফিল হোসেন (৪২), রামনগর গ্রামের শ্রী চরণের ছেলে বিজয় (২২) সহ ১০ জন ।

আহত রাজমিস্ত্রী ইসরাফিল হোসেন জানান, ঘটনার সময় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গোরস্থান পাড়ায় ড্রেন নির্মাণের কাজ করছিলাম । এসময় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের সাজ্জাদ হোসেনের ছেলে মিলন (২৫), মৃত ওভির ছেলে আরাফ (৪৫) ও মৃত আশকার আলীর ছেলে আবুল কাশেম (৪৮) সহ ১০/১২জন আমাদের লাঠি ও ইট দিয়ে পিটিয়ে জখম করে। কয়েকদিন যাবৎ তারা টাকা ও কাজের সময়সীমা জানতে চাই।

আমরা বলি- আমরা মিস্ত্রী, আমরা টাকা কোথায় পাবো? কাজের কনক্টাটর কাজের সময়সীমা জানে , আমরা এসব জানিনা। এরপর আমার কাছে ২ হাজার টাকা চাই এবং বলে লুঙ্গি খোল, খটে টাকা আছে। আমি লুঙ্গী খুলে ঝাড়া দিলে লেবারদের বেশ কিছু টাকা ছিল সেগুলো নিয়ে নেয়। এছাড়া লেবার সহকারী সরদার আহত আজিবার রহমান এর নিকট থাকা লেবারদের দুই দিনের ৬ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় বলে জানান।

এদিকে ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের ছোট ছেলে জনি (২৩) গত কয়েকদিন আগে ডাক্তারের নিকট যাওয়ার সময় তার কাছে থাকা ৫৪০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে একই গ্রামের ওভির ছেলে আরাফাত মদ খায়। এ নিয়ে গ্রামে বেশ বাক-বিতন্ডা হয়। এ বিষয়ে হেড মিস্ত্রী ইসরাফিল হোসেনসহ ৫ জন বাদী হয়ে ৪ জনের বিরুদ্ধে গতকাল বিকালে দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ করেছে।

এ ঘটনায় পুলিশ আবুল কাশেম নামের এক জন ব্যক্তিকে আটক করেছে।

মহানবী (সাঃ) এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রতিবাদে দর্শনায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ফ্রান্সে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রতিবাদে দর্শনায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ৯টার দিকে দর্শনা থানা উলামা পরিষদ ও দর্শনা পৌর ইমাম সমিতির উদ্যোগে এই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া। সমাবেশে বক্তারা ফ্রান্সের সকল পণ্য বর্জন ও আমদানী বন্ধ রাখতে এবং সংসদে ব্লাশ ফেমী আইন পাশের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওঃ কাজী রফিক আহমেদ, মাওঃ আব্দুল মালেক, মাওঃ ওসমানগনি, মুফতি জুনায়েদ, মাওঃ আব্দুল খালেক, মুফতি আব্দুর রাজ্জাক, মাওঃ মইনুল ইসলাম, মুফতি আনোয়ার হোসেন, মাওঃ জাকির হোসেন, মাওঃ আলী আহমদ, মাওঃ ওয়াককাস, মুফতি আবুল বাশার, মুফতি হাবিবুর রহমান, মাওঃ মুস্তাফিজুর রহমান, মাওঃ আকরাম হোসেন, মাওঃ আব্দুর রাজ্জাক, মাওঃ রফিকুল ইসলাম, মাওঃ সিরাজুল ইসলাম, হাফেজ মানিক কারী কামরুজ্জামান, মুফতি হামিদুল ইসলাম প্রমুখ। সমাবেশটি পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনজুর আহমেদ।

দর্শনা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে দর্শনা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক গুলো প্রদক্ষিণ করে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে এসে মিছিলটি শেষ হয়।